

একাদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যকুল সংহার

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, দেবতাদের দ্বারা দৈত্যকুলের সংহার দর্শন করে দেবর্ষি নারদ দেবতাদের হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে নিষেধ করেন। তারপর শুক্রাচার্য তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে মৃত দৈত্যদের পুনরুজ্জীবিত করেন।

দেবতারা ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় নতুন উদ্যমে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বলিকে আঘাত করেন, এবং বলি তখন পতিত হলে তাঁর সখা জম্বাসুর ইন্দ্রকে আক্রমণ করে। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তার মস্তক ছেদন করেন। জম্বাসুরের মৃত্যু সংবাদ নারদ মুনি জম্বাসুরের জ্ঞাতি নমুচি, বল এবং পাককে প্রদান করলে, তারা রণক্ষেত্রে গিয়ে দেবতাদের আক্রমণ করে। দেবরাজ ইন্দ্র বল ও পাকের মস্তক ছেদন করেন এবং কুলিশ নামক বজ্রের দ্বারা নমুচির কাঁধে আঘাত করেন। কিন্তু বজ্র ব্যর্থ হয়ে ইন্দ্রের কাছে ফিরে আসে এবং ইন্দ্র তখন অত্যন্ত বিষণ্ণ হন। তখন দৈববাণী হয়, “শুদ্ধ অথবা আর্দ্র অস্ত্রের দ্বারা নমুচিকে হত্যা করা যাবে না।” সেই দৈববাণী শুনে ইন্দ্র নমুচিকে হত্যা করার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। তখন তার ফেনার কথা মনে হল, যা শুদ্ধও নয়, আর্দ্রও নয়। ফেনার অস্ত্রের দ্বারা তিনি তখন নমুচিকে সংহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে ইন্দ্র এবং অন্য দেবতারা বহু অসুর সংহার করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মার অনুরোধে নারদ দেবতাদের কাছে গিয়ে তাঁদের অসুর সংহারকার্য থেকে নিরস্ত হতে বলেন। তখন দেবতারা স্বর্গে ফিরে যান। যে সমস্ত অসুরেরা জীবিত ছিল, তারা নারদের আদেশে বলি মহারাজকে নিয়ে অস্ত পর্বতে গমন করে। সেইখানে শুক্রাচার্যের হস্তস্পর্শে বলি মহারাজ তাঁর চেতনা ফিরে পান, এবং যে সমস্ত অসুরদের মস্তক ও দেহ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়নি, শুক্রাচার্য যোগশক্তির প্রভাবে তাদের পুনরুজ্জীবিত করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথো সুরাঃ প্রত্যাশলক্কেতসঃ

পরস্য পুংসঃ পরয়ানুকম্পয়া ।

জঘুর্ভুশং শক্রসমীরণাদয়-

স্তাংস্তান্ রণে যৈরভিসংহতাঃ পুরা ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; অথো—তারপর; সুরাঃ—সমস্ত দেবতারা; প্রত্যাশলক্কেতসঃ—পুনরায় চেতনা লাভে অনুপ্রাণিত হয়ে; পরস্য—ভগবানের; পুংসঃ—পরম পুরুষের; পরয়া—পরম; অনুকম্পয়া—কৃপার দ্বারা; জঘুঃ—আঘাত করতে শুরু করেছিলেন; ভুশম্—বার বার; শক্র—ইন্দ্র; সমীরণ—বায়ু; আদয়ঃ—ইত্যাদি; তান্ তান্—সেই অসুরদের; রণে—যুদ্ধে; যৈঃ—যাদের দ্বারা; অভি-সংহতাঃ—তঁারা পরাস্ত হয়েছিলেন; পুরা—পূর্বে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তারপর ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পরম কৃপায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবতারা যে সমস্ত অসুরেরা পূর্বে তাঁদের পরাস্ত করেছিল, তাদের প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২

বৈরোচনায় সংরক্কো ভগবান্ পাকশাসনঃ ।

উদয়চ্ছদ্ যদা বজ্রং প্রজা হা হেতি চুক্রুশুঃ ॥ ২ ॥

বৈরোচনায়—বলি মহারাজকে (হত্যা করার জন্য); সংরক্কঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; ভগবান্—পরম শক্তিমান; পাক-শাসনঃ—ইন্দ্র; উদয়চ্ছৎ—হস্তে গ্রহণ করেছিলেন; যদা—যখন; বজ্রম্—বজ্র; প্রজাঃ—সমস্ত অসুরেরা; হা হা—হায় হায়; ইতি—এইভাবে; চুক্রুশুঃ—বিলাপ করতে শুরু করেছিল।

অনুবাদ

পরম শক্তিমান ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলি মহারাজকে হত্যা করার জন্য তাঁর হস্তে বজ্র গ্রহণ করেছিলেন, তখন অসুরেরা “হায়, হায়!” বলে বিলাপ করতে শুরু করেছিল।

শ্লোক ৩

বজ্রপাণিস্তুমাহেদং তিরস্কৃত্য পুরঃস্থিতম্ ।
মনস্বিনং সুসম্পন্নং বিচরন্তং মহামুখে ॥ ৩ ॥

বজ্র-পাণিঃ—বজ্রপাণি ইন্দ্র; তম্—বলি মহারাজকে; আহ—বলেছিলেন; ইদম্—এইভাবে; তিরস্কৃত্য—তিরস্কার করে; পুরঃ-স্থিতম্—তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে; মনস্বিনম্—অত্যন্ত ধীর এবং সহিষ্ণু; সু-সম্পন্নম্—রণসজ্জায় সুন্দরভাবে সজ্জিত; বিচরন্তম্—বিচরণশীল; মহা-মুখে—মহাযুদ্ধে।

অনুবাদ

মনস্বী এবং রণসজ্জায় সুসজ্জিত বলি মহারাজ যখন মহান যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন বজ্রপাণি ইন্দ্র বলি মহারাজকে তিরস্কার করে বলেছিলেন।

শ্লোক ৪

নটবন্মূঢ় মায়াভির্মায়েশান্ নো জিগীষসি ।
জিত্বা বালান্ নিবদ্ধাঙ্কান্ নটো হরতি তদ্ধনম্ ॥ ৪ ॥

নটবৎ—কপট বা দুর্বৃত্তের মতো; মূঢ়—মূঢ়; মায়াভিঃ—মায়া প্রদর্শনের দ্বারা; মায়া-
ঈশান্—এই প্রকার মায়া নিয়ন্ত্রণে সক্ষম দেবতাদের; নঃ—আমাদের; জিগীষসি—
তুই জয় করতে চেষ্টা করছিস; জিত্বা—জয় করে; বালান্—ছোট বালকদের; নিবদ্ধা-
ঙ্কান্—চোখ বেঁধে; নটঃ—প্রবঞ্চক; হরতি—নিয়ে নেয়; তৎ-ধনম্—শিশুর ধন।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—ওরে মূঢ়, কপট ব্যক্তি যেমন শিশুর চোখ বেঁধে তার ধন অপহরণ করে নেয়, তেমনই তুই মায়ার দ্বারা আমাদের পরাস্ত করার চেষ্টা করছিস, যদিও তুই জানিস যে আমরা ঐ সমস্ত মায়ার অধীশ্বর।

শ্লোক ৫

আরুর্লক্ষন্তি মায়াভিরুৎসিসৃক্ষন্তি যে দিবম্ ।
তান্ দস্যন্ বিধুনোম্যজ্ঞান্ পূর্বস্মাচ্চ পদাদধঃ ॥ ৫ ॥

আরুক্ষন্তি—যারা স্বর্গে আরোহণ করতে চায়; মায়াভিঃ—তথাকথিত যোগশক্তি বা জড় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের দ্বারা; উৎসিসৃক্ষন্তি—অথবা এই প্রকার ভ্রান্ত প্রচেষ্টার দ্বারা মুক্ত হতে চায়; যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; দিবম্—স্বর্গলোক; তান্—এই প্রকার কপট এবং দুর্বৃত্তদের; দস্যুন্—এই প্রকার দস্যুদের; বিধুনোমি—আমি অধঃলোকে নিক্ষেপ করি; অজ্ঞান্—মূঢ়; পূর্বস্মাৎ—পূর্বে; চ—ও; পদাৎ—পদ থেকে; অধঃ—নিচে।

অনুবাদ

যে সমস্ত মূর্খেরা যোগশক্তি অথবা জড় উপায়ের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, অথবা স্বর্গলোক অতিক্রম করে চিজ্জগৎ প্রাপ্ত হতে চায় অথবা মুক্তিলাভ করতে চায়, আমি তাদের পাতাল থেকেও অধঃলোকে নিক্ষেপ করি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন প্রকার লোক রয়েছে। ভগবদ্গীতায় (১৪/১৮) বলা হয়েছে উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ—সাদ্বিক ব্যক্তির উচ্চতর লোকে গমন করেন। কিন্তু যারা রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা উচ্চতর লোকে প্রবেশ করতে পারে না। দিবম্ শব্দটি স্বর্গ নামক উচ্চতর লোককে ইঙ্গিত করে। কোন বদ্ধ জীব যদি উপযুক্ত যোগ্যতা ব্যতীতই নিম্নতর লোক থেকে উচ্চতর লোকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তা হলে দেবরাজ ইন্দ্রের তাকে নিচে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আধুনিক যুগের মানুষদের চন্দ্রে যাওয়ার প্রচেষ্টাও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের কৃত্রিম, যান্ত্রিক উপায়ে স্বর্গলোকে যাওয়ার প্রচেষ্টারই মতো। এই প্রচেষ্টা কখনই সফল হতে পারে না। ইন্দ্রের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, যান্ত্রিক উপায়ে উচ্চতর লোকে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা, যাকে এখানে মায়া বলা হয়েছে, কেউ যখন তা করে, তখন তাকে পাতাল এবং তার থেকেও নিম্নতর লোকে নিক্ষেপ করা হয়। উচ্চতর লোকে যেতে হলে যথেষ্ট সদৃশ্যের প্রয়োজন হয়। তমোগুণে আচ্ছন্ন পাপী ব্যক্তি এবং মদ্য, মাংস ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি কখনও যান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা উচ্চতর লোকে প্রবেশ করতে পারে না।

শ্লোক ৬

সোহহং দুর্মায়িনস্তেহদ্য বজ্রেণ শতপর্বণা ।

শিরো হরিষ্যে মন্দাত্মন্ ঘটস্ব জ্ঞাতিভিঃ সহ ॥ ৬ ॥

সঃ—আমিই সেই শক্তিমান পুরুষ; অহম্—আমি; দুর্মায়িনঃ—মারাবী তোর; তে—
তোর; অদ্য—আজ; বজ্জেন—বজ্রের দ্বারা; শত-পর্বণা—শত শত তীক্ষ্ণধার সমন্বিত;
শিরঃ—মস্তক; হরিষ্যে—আমি ছিন্ন করব; মন্দ-আত্মন্—ওরে মন্দবুদ্ধি; ঘটস্ব—
এই যুদ্ধস্থলে থাকার চেষ্টা কর; জ্জাতিভিঃ সহ—তোর আত্মীয়স্বজন এবং সহচরগণ
সহ।

অনুবাদ

আজ, সেই শক্তিমান পুরুষ আমি শতপর্ব সমন্বিত বজ্রের দ্বারা তোর দেহ থেকে
তোর মস্তক ছিন্ন করব। যদিও তুই বহু মায়া সৃষ্টি করতে পারিস, তবুও তুই
মন্দবুদ্ধি। এখন তোর জ্জাতিবর্গ এবং বন্ধুবান্ধব সহ এই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার চেষ্টা
কর।

শ্লোক ৭

শ্রীবলিরুবাচ

সঙ্গ্রামে বর্তমানানাং কালচোদিতকর্মণাম্ ।

কীর্তির্জয়োহজয়ো মৃত্যুঃ সর্বেষাং স্যুরনুক্ৰমাৎ ॥ ৭ ॥

শ্রী-বলিঃ উবাচ—শ্রীবলি মহারাজ বললেন; সঙ্গ্রামে—যুদ্ধক্ষেত্রে; বর্তমানানাম্—
এখানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিদের; কাল-চোদিত—কালের দ্বারা প্রভাবিত; কর্মণাম্—
যুদ্ধ অথবা অন্য কার্যকলাপে যুক্ত ব্যক্তিদের; কীর্তিঃ—যশ; জয়ঃ—বিজয়;
অজয়ঃ—পরাজয়; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; সর্বেষাম্—তাদের সকলের; স্যুঃ—অবশ্যই হওয়া
উচিত; অনুক্রমাৎ—ক্রমে ক্রমে।

অনুবাদ

বলি মহারাজ উত্তর দিলেন—এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন,
এবং তাদের কর্ম অনুসারে তারা কীর্তি, জয়, পরাজয় এবং মৃত্যু ক্রমে ক্রমে
প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

কেউ যখন যুদ্ধে জয়লাভ করে তখন সে বিখ্যাত হয়; এবং জয় লাভের পরিবর্তে
কেউ যদি পরাজিত হয়, তা হলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে। জয় এবং
পরাজয় উভয়ই সম্ভব, তা সে এই প্রকার যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক অথবা জীবন-যুদ্ধেই

হোক। সব কিছুই ঘটে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে (প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ)। যেহেতু সব কিছুই জড় প্রকৃতির গুণের অধীন, তাই বিজয়ী অথবা বিজিত কেউই স্বতন্ত্র নয়। সকলেই জড় প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। বলি মহারাজের এই উক্তি তাঁর বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তিনি জানতেন যে, কালের প্রভাবে সেই যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল এবং কালের বশীভূত হয়ে মানুষকে তার কর্মের ফল স্বীকার করতে হয়। তাই ইন্দ্র যদিও বলি মহারাজকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে, তিনি বজ্রের দ্বারা তাঁকে হত্যা করবেন, তবুও বলি মহারাজ একটুও ভীত হননি। এটিই ক্ষত্রিয়ের মনোভাব—যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ (গীতা ১৮/৪৩)। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সমস্ত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সহনশীল হওয়া, বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে। তাই বলি মহারাজ দেবরাজ ইন্দ্রের মতো একজন মহান ব্যক্তির দ্বারা তিরস্কৃত হলেও তিনি মৃত্যুভয়ে একটুও ভীত হননি।

শ্লোক ৮

তদিদং কালরশনং জগৎ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।

ন হ্রয্যন্তি ন শোচন্তি তত্র যুয়মপণ্ডিতাঃ ॥ ৮ ॥

তৎ—অতএব; ইদম্—এই জড় জগৎ; কাল-রশনম্—কালের প্রভাবে গতিশীল; জগৎ—চলমান (ব্রহ্মাণ্ড); পশ্যন্তি—দর্শন করে; সূরয়ঃ—তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে বিবেকবান; ন—না; হ্রয্যন্তি—হরষিত হন; ন—না; শোচন্তি—শোক করেন; তত্র—এই প্রকার; যুয়ম্—তোমরা সমস্ত দেবতারা; অপণ্ডিতাঃ—অনভিজ্ঞ (কারণ তোমরা ভুলে গেছ যে, তোমরা কালের অধীনে কর্ম করছ)।

অনুবাদ

কালের গতি দর্শন করে বিবেকী ব্যক্তির বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য হরষিত হন না অথবা শোক করেন না। তাই, তুমি যেহেতু তোমার জয়ের কারণে হরষিত হচ্ছ, তাই তোমাকে খুব একটা বিচক্ষণ বলে মনে হয় না।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ জানতেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, এমন কি তাঁর থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বলি মহারাজ ইন্দ্রকে অনভিজ্ঞ বলে তিরস্কার করে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় (২/১১)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করে বলেছিলেন—

অশোচ্যাননশোচন্তুং প্রজ্জ্বাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

“পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয় সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত, তাঁরা কখনও জীবিত অথবা মৃত কারও জন্যই শোক করেন না।” এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে, তিনি পণ্ডিত নন, তেমনই বলি মহারাজও ইন্দ্র এবং তাঁর পার্শ্বদেবের তিরস্কার করেছিলেন। এই জড় জগতে সব কিছুই সম্পাদিত হয় কালের প্রভাবে। তার ফলে, সব কিছু কিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে তা দর্শন করেন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার জড়া প্রকৃতির তরঙ্গে দুঃখিত হওয়ার অথবা সুখী হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। যেহেতু আমরা এই তরঙ্গের দ্বারা প্রবাহিত হচ্ছি, তাই হরষিত হওয়ার অথবা বিষণ্ণ হওয়ার কি অর্থ হতে পারে? যিনি প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে অবগত, তিনি কখনও প্রকৃতির কার্যকলাপে হরষিত হন না বা বিষণ্ণ হন না। ভগবদ্গীতায় (২/১৪) শ্রীকৃষ্ণ সহিষ্ণু হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন—তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ অনুসারে মানুষের কর্তব্য অবস্থার পরিবর্তনে সুখী অথবা দুঃখিত না হওয়া। এটিই হচ্ছে ভক্তের লক্ষণ। ভক্ত কৃষ্ণভাবনায় তাঁর কর্তব্য পালন করেন এবং বিষম পরিস্থিতিতেও কখনও অসুখী হন না। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, সর্ব অবস্থাতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। তাই ভক্ত কখনও তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হন না। হরষিত এবং বিষণ্ণ হওয়ার জড় গুণ উচ্চতর স্বর্গলোকে অবস্থিত দেবতাদের মধ্যেও রয়েছে। তাই, কেউ যখন জড় জগতের তথাকথিত অনুকূল অথবা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিচলিত হন না, তখন তিনি ব্রহ্মভূত স্তর লাভ করেছেন বা আত্ম-উপলব্ধি লাভ করেছেন বলে বুঝতে হবে। ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪) উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি—“যে ব্যক্তি ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন, তিনি পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করে সর্বতোভাবে প্রসন্ন হন।” কেউ যখন জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা বিচলিত হন না, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি জড়া প্রকৃতির তিনগুণের অতীত চিন্ময় স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্লোক ৯

ন বয়ং মন্যমানানামাত্মানং তত্র সাধনম্ ।

গিরো বঃ সাধুশোচ্যানাং গৃহীমো মর্মতাড়নাঃ ॥ ৯ ॥

ন—না; বয়ম্—আমরা; মন্যমানানাম্—মনে করি; আত্মানম্—আত্মা; তত্র—জয় অথবা পরাজয়ে; সাধনম্—কারণ; গিরঃ—বাক্য; বঃ—তোমার; সাধু-শোচ্যানাম্—যাদের জন্য সাধুরা শোক করেন; গৃহীমঃ—গ্রাহ্য করি; মর্ম-তাড়নাঃ—মর্মবেদনাদায়ক।

অনুবাদ

তোমরা দেবতারা মনে কর যে তোমরাই হচ্ছে জয় এবং পরাজয়ের কারণ। তোমাদের এই মূর্খতায় সাধুরা তোমাদের জন্য শোক করেন। তাই তোমার বাক্য মর্মপীড়াদায়ক হলেও আমি তা গ্রাহ্য করি না।

শ্লোক ১০

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাক্ষিপ্য বিভুং বীরো নারাচৈবীরমর্দনঃ ।

আকর্ণপূর্ণৈরহনদাক্ষৈপৈরাহতং পুনঃ ॥ ১০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; আক্ষিপ্য—তিরস্কার করে; বিভুম্—দেবরাজ ইন্দ্রকে; বীরঃ—মহাবীর বলি মহারাজ; নারাচৈঃ—নারাচ নামক বাণের দ্বারা; বীর-মর্দনঃ—মহাবীরদেরও দমন করতে সক্ষম বলি মহারাজ; আকর্ণ-পূর্ণৈঃ—তাঁর কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে; অহনৎ—আক্রমণ করেছিলেন; আক্ষৈপৈঃ—কঠোর বাক্যের দ্বারা; আহ—বলেছিলেন; তম্—তাঁকে; পুনঃ—পুনরায়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্রকে তিরস্কার করে বীরমর্দন বলি মহারাজ নারাচ নামক বাণ তাঁর কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করে ইন্দ্রকে আঘাত করেছিলেন। তারপর তিনি পুনরায় কঠোর বাক্যে ইন্দ্রকে তিরস্কার করেছিলেন।

শ্লোক ১১

এবং নিরাকৃতো দেবো বৈরিণা তথ্যবাদিনা ।

নামৃষ্যৎ তদধিক্ষেপং তোত্রাহত ইব দ্বিপঃ ॥ ১১ ॥

এবম্—এইভাবে; নিরাকৃতঃ—পরাস্ত হয়ে; দেবঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; বৈরিণা—তাঁর শত্রুর দ্বারা; তথ্য-বাদিনা—সত্যভাবী; ন—না; অমৃষ্যৎ—শোক করেছিলেন; তৎ—তাঁর (বলির); অধিক্ষেপম্—তিরস্কার; তোত্র—অক্ষুশ বা দণ্ডের দ্বারা; আহতঃ—আঘাতপ্রাপ্ত; ইব—সদৃশ; দ্বিপঃ—হস্তী।

অনুবাদ

যেহেতু বলি মহারাজের সেই তিরস্কার বাক্য ছিল সত্য, তাই দেবরাজ ইন্দ্র দুঃখিত না হয়ে, অক্ষুশ-আহত হস্তীর মতো তাঁর সেই তিরস্কার সহ্য করেছিলেন।

শ্লোক ১২

প্রাহরৎ কুলিশং তস্মা অমোঘং পরমর্দনঃ ।

সযানো ন্যপতদ্ ভূমৌ ছিন্নপক্ষ ইবাচলঃ ॥ ১২ ॥

প্রাহরৎ—নিক্ষেপ করেছিলেন; কুলিশম্—বজ্রদণ্ড; তস্মৈ—তাঁর প্রতি (বলি মহারাজের প্রতি); অমোঘম্—অব্যর্থ; পরমর্দনঃ—শত্রুদমনে পারদর্শী ইন্দ্র; স-যানঃ—বিমান সহ; ন্যপতৎ—পতিত হয়েছিলেন; ভূমৌ—ভূমিতে; ছিন্ন-পক্ষঃ—যার পাখা কেটে নেওয়া হয়েছে; ইব—সদৃশ; অচলঃ—পর্বত।

অনুবাদ

শত্রুদমনকারী ইন্দ্র যখন বলি মহারাজকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অব্যর্থ বজ্রদণ্ড নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন বলি মহারাজ ছিন্নপক্ষ পর্বতের মতো তাঁর বিমান সহ ভূতলে পতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে পর্বতেরও পাখার সাহায্যে আকাশে ওড়ার বহু বর্ণনা রয়েছে। এই প্রকার পর্বতের যখন মৃত্যু হয়, তখন তারা ভূতলে পতিত হয় এবং অতি বিশাল মৃত শরীরের মতো পড়ে থাকে।

শ্লোক ১৩

সখায়ং পতিতং দৃষ্ট্বা জন্তো বলিসখঃ সুহৃৎ ।

অভ্যয়াৎ সৌহৃদং সখ্যুর্হতস্যাপি সমাচরন্ ॥ ১৩ ॥

সখায়ম্—তার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে; পতিতম্—পতিত; দৃষ্টা—দর্শন করে; জন্তুঃ—জন্তাসুর; বলি-সখঃ—বলি মহারাজের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু; সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী; অভয়াৎ—সেখানে উপস্থিত হয়েছিল; সৌহৃদম্—সৌহার্দ্য; সখ্যঃ—তার সখার; হতস্যা—আহত হয়ে ভূপতিত; অপি—যদিও; সমাচরন্—বন্ধুর কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য।

অনুবাদ

জন্তাসুর যখন দেখল, তার সখা বলি ভূপতিত হয়েছে, তখন সে তার বন্ধুর প্রতি সৌহার্দ্য আচরণ করার জন্য তার শত্রু ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

স সিংহবাহ আসাদ্য গদামুদ্যম্য রংহসা ।

জত্রাবতাড়য়চ্ছক্রং গজং চ সুমহাবলঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—জন্তাসুর; সিংহ-বাহঃ—সিংহবাহন; আসাদ্য—ইন্দ্রের সম্মুখে এসে; গদাম্—তার গদা; উদ্যম্য—উত্তোলন করে; রংহসা—প্রবল বেগে; জত্রৌ—কণ্ঠমূলে; অতাড়য়ৎ—আঘাত করেছিল; শক্রম্—ইন্দ্রকে; গজম্ চ—এবং তাঁর হস্তীকে; সু-মহাবলঃ—মহাবলবান জন্তাসুর।

অনুবাদ

মহাবলবান, সিংহবাহন জন্তাসুর ইন্দ্রের সম্মুখে আগমন করে তার গদার দ্বারা ইন্দ্রের কণ্ঠমূলে প্রবল আঘাত করেছিল। সে ইন্দ্রের হস্তীকেও প্রহার করেছিল।

শ্লোক ১৫

গদাপ্রহারব্যথিতো ভৃশং বিহুলিতো গজঃ ।

জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্টা কশ্মলং পরমং যযৌ ॥ ১৫ ॥

গদা-প্রহার-ব্যথিতঃ—জন্তাসুরের গদার আঘাতে ব্যথিত হয়ে; ভৃশম্—অত্যন্ত; বিহুলিতঃ—বিচলিত; গজঃ—হস্তী; জানুভ্যাম্—তার দুই জানুর দ্বারা; ধরণীম্—পৃথিবী; স্পৃষ্টা—স্পর্শ করে; কশ্মলম্—অচেতন; পরমম্—চরম; যযৌ—হয়েছিল।

অনুবাদ

জম্বাসুরের গদার আঘাতে ইন্দ্রের হস্তী অত্যন্ত ব্যথিত এবং ব্যাকুলিত হয়ে জানুর দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করে মূর্ছা প্রাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

ততো রথো মাতলিনা হরিভির্দশশতৈর্বৃতঃ ।

আনীতো দ্বিপমুৎসজ্য রথমারুরুহে বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

ততঃ—তারপর; রথঃ—রথ; মাতলিনা—মাতলি নামক তাঁর সারথির দ্বারা; হরিভিঃ—অশ্বের দ্বারা; দশ-শতৈঃ—দশ শত (এক হাজার); বৃতঃ—যোজিত; আনীতঃ—নিয়ে এসে; দ্বিপম্—হস্তী; উৎসজ্য—পরিত্যাগ করে; রথম্—রথে; আরুরুহে—আরোহণ করেছিলেন; বিভুঃ—মহান ইন্দ্র।

অনুবাদ

তারপর ইন্দ্রের সারথি মাতলি সহস্র অশ্ব যোজিত ইন্দ্রের রথ নিয়ে এসেছিল। ইন্দ্র তখন তাঁর হস্তী পরিত্যাগ করে রথে আরোহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

তস্য তৎ পূজয়ন্ কৰ্ম যন্তুর্দানবসত্তমঃ ।

শূলেন জ্বলতা তৎ তু স্ময়মানোহহনম্মুখে ॥ ১৭ ॥

তস্য—মাতলির; তৎ—সেই সেবা (ইন্দ্র সমীপে রথ আনয়ন); পূজয়ন্—প্রশংসা করে; কৰ্ম—প্রভুর প্রতি এই প্রকার সেবা; যন্তুঃ—সারথির; দানব-সৎ-তমঃ—অসুরশ্রেষ্ঠ জম্বাসুর; শূলেন—তার শূলের দ্বারা; জ্বলতা—জ্বলন্ত; তম্—মাতলিকে; তু—বস্তুতপক্ষে; স্ময়মানঃ—হেসে; অহনৎ—আঘাত করেছিল; মুখে—যুদ্ধে।

অনুবাদ

মাতলির সেবার প্রশংসা করে অসুরশ্রেষ্ঠ জম্বাসুর হেসেছিল। তবুও সে তার জ্বলন্ত শূলের দ্বারা মাতলিকে আঘাত করেছিল।

শ্লোক ১৮

সেহে রুজং সুদুর্মর্ষাং সত্ত্বমালম্ব্য মাতলিঃ ।
ইন্দ্রো জন্তস্য সংক্রুদ্ধো বজ্রেণাপাহরচ্ছিরঃ ॥ ১৮ ॥

সেহে—সহ্য করেছিল; রুজম্—বেদনা; সুদুর্মর্ষাম্—অসহ্য; সত্ত্বম্—ধৈর্য; আলম্ব্য—অবলম্বন করে; মাতলিঃ—সারথি মাতলি; ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; জন্তস্য—জন্তাসুরের; সংক্রুদ্ধঃ—তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; বজ্রেণ—তঁার বজ্রের দ্বারা; অপাহরৎ—ছিন্ন করেছিলেন; শিরঃ—মস্তক।

অনুবাদ

সেই বেদনা দুঃসহ হলেও মাতলি ধৈর্য অবলম্বন করে সেই আঘাত সহ্য করেছিল, কিন্তু ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রাঘাতে জন্তাসুরের মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

জন্তং শ্রুত্বা হতং তস্য জ্ঞাতয়ো নারদাদৃষেঃ ।
নমুচিশ্চ বলঃ পাকস্তত্রাপেতুস্তরাশ্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥

জন্তম্—জন্তাসুর; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; হতম্—নিহত হয়েছে; তস্য—তার; জ্ঞাতয়ঃ—বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন; নারদাৎ—নারদ মুনির কাছ থেকে; দৃষেঃ—মহান ঋষির থেকে; নমুচিঃ—অসুর নমুচি; চ—ও; বলঃ—বলাসুর; পাকঃ—এবং পাক অসুর; তত্র—সেখানে; আপেতুঃ—তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়েছিল; তরা-অশ্বিতাঃ—সত্ত্বর।

অনুবাদ

নারদ মুনি যখন জন্তাসুরের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের জন্তাসুরের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করেছিলেন, তখন নমুচি, বল এবং পাক নামক তিনজন অসুর শীঘ্রই সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ২০

বচোভিঃ পরুষৈরিন্দ্রমর্দয়ন্তোহস্য মর্মসু ।
শরৈরবাকিরন্ মেঘা ধারাভিরিব পর্বতম্ ॥ ২০ ॥

বচোভিঃ—বাক্যের দ্বারা; পরুশৈঃ—অতি কৰ্কশ এবং নিষ্ঠুর; ইন্দ্রম্—ইন্দ্রকে; অর্দয়ন্তঃ—তিরস্কার করে, ভেদ করে; অস্য—ইন্দ্রের; মর্মসু—হৃদয়; শরৈঃ—বাণের দ্বারা; অবাকিরন্—সর্বত্র আচ্ছাদিত; মেঘাঃ—মেঘ; ধারাভিঃ—বৃষ্টির দ্বারা; ইব—যেমন; পর্বতম্—পর্বত।

অনুবাদ

কৰ্কশ নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা ইন্দ্রের মর্মস্থল বিদ্ধ করে এই অসুরেরা বর্ষার ধারা যেভাবে পর্বতকে আচ্ছাদিত করে, ঠিক সেইভাবে বাণ বর্ষণ করে ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করেছিল।

শ্লোক ২১

হরীন্ দশশতান্যাজৌ হর্ষশ্বস্য বলঃ শরৈঃ ।

তাবত্তিরদয়ামাস যুগপল্লঘুহস্তবান্ ॥ ২১ ॥

হরীন্—অশ্বগণ; দশ-শতানি—দশ শত (এক হাজার); আজৌ—যুদ্ধক্ষেত্রে; হর্ষশ্বস্য—দেবরাজ ইন্দ্রের; বলঃ—বল নামক অসুর; শরৈঃ—বাণের দ্বারা; তাবত্তিঃ—ততগুলি; অর্দয়াম আস—পীড়া প্রদান করেছিল; যুগপৎ—একই সময়ে; লঘু-হস্তবান্—ক্ষিপ্ত হস্ত সমন্বিত।

অনুবাদ

বল অসুর ক্ষিপ্ত হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সামলে নিয়ে, ইন্দ্রের এক হাজার অশ্বকে একই সময়ে ততগুলি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করে আহত করেছিল।

শ্লোক ২২

শতাভ্যাং মাতলিং পাকো রথং সাবয়বং পৃথক্ ।

সকৃৎ সন্ধানমোক্ষেণ তদঙ্কুতমভূদ্ রণে ॥ ২২ ॥

শতাভ্যাম্—দুই শত বাণের দ্বারা; মাতলিম্—সারথি মাতলিকে; পাকঃ—পাক নামক অসুর; রথম্—রথ; স-অবয়বম্—সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ; পৃথক্—ভিন্নভাবে; সকৃৎ—একই সময়ে; সন্ধান—ধনুকে শর যোজন করে; মোক্ষেণ—এবং ত্যাগ করে; তৎ—সেই কার্য; অঙ্কুতম্—আশ্চর্যজনক; অভূৎ—হয়েছিল; রণে—যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনুবাদ

পাক নামক আর এক অসুর দুইশত বাণ যুগপৎ ধনুকে যোজন এবং মোচন করে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ রথ এবং মাতলি উভয়কে পৃথকভাবে আবৃত করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ঘটনাটি বস্তুতই অত্যন্ত অদ্ভুত হয়েছিল।

শ্লোক ২৩

নমুচিঃ পঞ্চদশভিঃ স্বর্ণপুঙ্খৈর্মহেশুভিঃ ।

আহত্য ব্যনদং সংখ্যে সতোয় ইব তোয়দঃ ॥ ২৩ ॥

নমুচিঃ—নমুচি নামক অসুর; পঞ্চ-দশভিঃ—পনেরটি; স্বর্ণ-পুঙ্খৈঃ—স্বর্ণনির্মিত পালক সমন্বিত; মহা-ইশুভিঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী বাণের দ্বারা; আহত্য—বিদ্ধ করে; ব্যনদং—গর্জন করেছিল; সংখ্যে—যুদ্ধক্ষেত্রে; সতোয়ঃ—জলপূর্ণ; ইব—সদৃশ; তোয়দঃ—বারিবর্ষণকারী মেঘ।

অনুবাদ

তারপর নমুচি নামক আর একটি অসুর জলপূর্ণ মেঘের মতো গর্জনকারী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী পনেরটি স্বর্ণপক্ষযুক্ত বাণের দ্বারা ইন্দ্রকে আঘাত করেছিল।

শ্লোক ২৪

সর্বতঃ শরকূটেন শক্রং সরথসারথিম্ ।

ছাদয়ামাসুরসুরাঃ প্রাবৃট্‌সূর্যমিবান্বদাঃ ॥ ২৪ ॥

সর্বতঃ—সর্বত্র; শর-কূটেন—প্রবল বাণ বর্ষণের দ্বারা; শক্রম্—ইন্দ্রকে; সরথ—তাঁর রথসহ; সারথিম্—এবং সারথি সহ; ছাদয়াম্ আসুঃ—আচ্ছাদিত করেছিল; অসুরাঃ—সমস্ত অসুরেরা; প্রাবৃট্—বর্ষাকালে; সূর্যম্—সূর্য; ইব—সদৃশ; অন্বদাঃ—মেঘ।

অনুবাদ

অন্য অসুরেরা নিরন্তর বাণ বর্ষণের দ্বারা ইন্দ্রকে তাঁর রথ এবং সারথি সহ বর্ষাকালের সূর্যের মতো আচ্ছন্ন করেছিল।

শ্লোক ২৫

অলক্ষয়ন্তস্তমতীব বিহুলা

বিচুক্ৰুশুর্দেবগণাঃ সহানুগাঃ ।

অনায়কাঃ শত্রুবলেন নির্জিতা

বণিক্পথা ভিন্ননবো যথার্ণবে ॥ ২৫ ॥

অলক্ষয়ন্তঃ—দেখতে না পেয়ে; তম্—ইন্দ্রকে; অতীব—অত্যন্ত; বিহুলাঃ—ব্যাকুল;
 বিচুক্ৰুশুঃ—শোক করতে শুরু করেছিল; দেব-গণাঃ—সমস্ত দেবতারা; সহ-অনুগাঃ
 —তাদের অনুগামীগণ সহ; অনায়কাঃ—নেতাবিহীন; শত্রু-বলেন—তাদের শত্রুদের
 উন্নত শক্তির দ্বারা; নির্জিতাঃ—প্রবলভাবে প্রতিহত হয়ে; বণিক্পথাঃ—বণিকগণ;
 ভিন্ন-নবঃ—যার জাহাজ ভগ্ন হয়েছে; যথা-অর্ণবে—সমুদ্রের মাঝখানে।

অনুবাদ

দেবতারা তাঁদের শত্রুর দ্বারা প্রবলভাবে প্রতিহত হয়ে এবং ইন্দ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে
 না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তাঁরা মাঝসমুদ্রে নায়কবিহীন
 ভগ্নপোত বণিকদের মতো বিলাপ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই উক্তিটি থেকে মনে হয় যে, উচ্চতর লোকেও জাহাজে গমনাগমনের ব্যবস্থা
 রয়েছে এবং বণিকেরা জলপথে ভ্রমণ করে বাণিজ্য করে। কখনও কখনও এই
 গ্রহের মতো অন্য গ্রহেও মাঝসমুদ্রে বণিকদের জাহাজ ভগ্ন হয়। মনে হয় উচ্চতর
 লোকেও এখানকার মতো এই ধরনের বিপদ ঘটে। ভগবানের সৃষ্টিতে উচ্চতর
 লোকগুলি অবশ্যই শূন্য নয় বা জীববিহীন নয়। শ্রীমদ্ভাগবত থেকে আমরা বুঝতে
 পারি যে, এই পৃথিবীর মতো প্রতিটি গ্রহলোকই জীবে পূর্ণ। অন্যান্য লোকে
 কোন জীব নেই, সেই কথা স্বীকার করার কোন যুক্তি নেই।

শ্লোক ২৬

ততস্তুরাষাড়িমুবদ্ধপঞ্জরাদ্

বিনির্গতঃ সাস্থরথধ্বজাগ্রণীঃ ।

বভৌ দিশঃ খং পৃথিবীং চ রোচয়ন্

স্বতেজসা সূর্য ইব ক্ষপাত্যয়ে ॥ ২৬ ॥

ততঃ—তারপর; তুরাষাট্—ইন্দের আর এক নাম; ইষু-বদ্ধ-পঞ্জরাৎ—শরজালের পঞ্জর থেকে; বিনির্গতঃ—নির্গত হয়ে; স—সহ; অশ্ব—অশ্ব; রথ—রথ; ধ্বজ—পতাকা; অগ্রনীঃ—এবং সারথি; বভৌ—হয়েছিলেন; দিশঃ—সর্বদিক; খম্—আকাশ; পৃথিবীম্—পৃথিবী; চ—এবং; রোচয়ন্—সর্বদিক আমোদিত করে; স্ব-তেজসা—তঁার তেজের দ্বারা; সূর্যঃ—সূর্য; ইব—সদৃশ; ক্ষপা-অত্যয়ে—রাত্রিশেষে।

অনুবাদ

তারপর ইন্দ্র নিজেকে শরজালের পঞ্জর থেকে মুক্ত করে তঁার রথ, অশ্ব, ধ্বজা এবং সারথি সহ নির্গত হয়ে, রাত্রিশেষে সূর্যের মতো স্বীয় তেজে আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত দিক বিকশিত করে শোভা পেতে লাগলেন।

শ্লোক ২৭

নিরীক্ষ্য পৃতনাং দেবঃ পরৈরভ্যর্দিতাং রণে ।

উদযচ্ছদ্ রিপুং হন্তুং বজ্রং বজ্রধরো রুষা ॥ ২৭ ॥

নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; পৃতনাম্—তঁার সৈন্যদের; দেবঃ—ইন্দ্রদেব; পরৈঃ—শত্রুদের দ্বারা; অভ্যর্দিতাম্—অত্যন্ত পীড়িত; রণে—যুদ্ধে; উদযচ্ছৎ—গ্রহণ করেছিলেন; রিপুম্—শত্রুদের; হন্তুং—হত্যা করার জন্য; বজ্রম্—বজ্র; বজ্র-ধরঃ—বজ্রধর; রুষা—মহাক্রোধে।

অনুবাদ

বজ্রধর ইন্দ্র তঁার সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের দ্বারা অত্যন্ত নিপীড়িত দর্শন করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শত্রুদের হত্যা করার জন্য বজ্র উত্তোলন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

স তেনৈবাষ্টধারেণ শিরসী বলপাকয়োঃ ।

জ্ঞাতীনাং পশ্যাতাং রাজন্ জহার জনয়ন্ ভয়ম্ ॥ ২৮ ॥

সঃ—তিনি (ইন্দ্র); তেন—তঁার দ্বারা; এব—বস্তুতপক্ষে; অষ্ট-ধারেণ—বজ্রের দ্বারা; শিরসী—দুই মস্তক; বল-পাকয়োঃ—বল এবং পাক নামক দুই অসুরের; জ্ঞাতীনাম্

পশ্যতাম্—তাদের আত্মীয়স্বজন এবং সৈনিকদের সমক্ষে; রাজন্—হে রাজন্;
জহার—(ইন্দ্র) ছেদন করেছিলেন; জনয়ন্—উৎপাদন করে; ভয়ম্—ভয়।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বজ্রের দ্বারা বল এবং পাকের মস্তক তাদের আত্মীয়স্বজন ও অনুগামীদের সমক্ষে ছেদন করেছিলেন। তার ফলে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্লোক ২৯

নমুচিস্তদ্বধং দৃষ্ট্বা শোকামর্ষরুষান্বিতঃ ।

জিঘাংসুরিন্দ্রং নৃপতে চকার পরমোদ্যমম্ ॥ ২৯ ॥

নমুচিঃ—নমুচি নামক অসুর; তৎ—সেই দুই অসুরের; বধম্—হত্যা; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; শোক-অমর্ষ—শোক এবং দুঃখ; রুষা-অন্বিতঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; জিঘাংসুঃ—হত্যা করতে চেয়েছিল; ইন্দ্রম্—ইন্দ্রকে; নৃপতে—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; চকার—করেছিলেন; পরম—মহান; উদ্যমম্—প্রয়াস।

অনুবাদ

হে রাজন্, বল এবং পাকের মৃত্যু দর্শন করে আর এক অসুর নমুচি অত্যন্ত শোকাব্বিত ও বিদ্বেষযুক্ত হয়েছিল। তার ফলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে ইন্দ্রকে বধ করার বহু চেষ্টা করতে লাগল।

শ্লোক ৩০

অশ্মসারময়ং শূলং ঘণ্টাবদ্ধেমভূষণম্ ।

প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো হতোহসীতি বিতর্জয়ন্ ।

প্রাহিণোদ্ দেবরাজায় নিনদন্ মৃগরাড়িব ॥ ৩০ ॥

অশ্মসার-ময়ম্—ইস্পাতের তৈরি; শূলম্—শূল; ঘণ্টাবৎ—ঘণ্টায়ুক্ত; হেম-ভূষণম্—স্বর্ণভূষণে অলঙ্কৃত; প্রগৃহ্য—হস্তে ধারণ করে; অভ্যদ্রবৎ—বলপূর্বক গমন করে; ক্রুদ্ধঃ—ক্রুদ্ধভাবে; হতঃ হসি ইতি—তুমি এখন নিহত হয়েছ; বিতর্জয়ন্—এইভাবে গর্জন করতে করতে; প্রাহিণোৎ—আঘাত করেছিল; দেব-রাজায়—দেবরাজ ইন্দ্রকে; নিনদন্—গর্জন করে; মৃগ-রাট—সিংহ; ঐব—সদৃশ।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহের মতো গর্জন করতে করতে নমুচি অসুর ঘণ্টায়ুক্ত লৌহময় শূল গ্রহণপূর্বক চিৎকার করে বলেছিল, “তুই এখন নিহত হলি!” এইভাবে ইন্দ্রকে বধ করার জন্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি তার অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল।

শ্লোক ৩১

তদাপতদ্ গগনতলে মহাজবং
 বিচিচ্ছিদে হরিরিষুভিঃ সহস্রধা ।
 তমাহননুপ কুলিশেন কঙ্করে
 রুযাঘিতস্ত্রিংশপতিঃ শিরো হরন্ ॥ ৩১ ॥

তদা—তখন; অপতৎ—উল্কার মতো পতিত হয়েছিল; গগন-তলে—আকাশের নিচে অথবা মাটির উপরে; মহা-জবম্—অত্যন্ত শক্তিশালী; বিচিচ্ছিদে—খণ্ড খণ্ড করেছিলেন; হরিঃ—ইন্দ্র; ইষুভিঃ—তাঁর বাণের দ্বারা; সহস্রধা—সহস্র ভাগে বিভক্ত করেছিলেন; তম্—সেই নমুচি; আহনৎ—আঘাত করেছিলেন; নুপ—হে রাজন্; কুলিশেন—তাঁর বজ্রের দ্বারা; কঙ্করে—কাঁধে; রুযা-অঘিতঃ—অত্যন্ত ক্রোধাঘিত হয়ে; ত্রিংশ-পতিঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; শিরঃ—মস্তক; হরন্—হ্রিন করার জন্য।

অনুবাদ

হে রাজন্, দেবরাজ ইন্দ্র যখন সেই অত্যন্ত শক্তিশালী শূলটিকে জ্বলন্ত উল্কার মতো পতিত হতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর বাণের দ্বারা সেটি খণ্ড খণ্ড করেছিলেন। তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর বজ্রের দ্বারা নমুচির মস্তক হ্রিন করার জন্য তার গ্রীবাদেশে আঘাত করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

ন তস্য হি ত্বচমপি বজ্র উর্জিতো
 বিভেদ যঃ সুরপতিনৌজসেরিতঃ ।
 তদদ্ভুতং পরমতিবীর্যবৃদ্ধিৎ
 তিরস্কৃতো নমুচিশিরোধরত্বচা ॥ ৩২ ॥

ন—না; তস্য—তার (নমুচির); হি—বস্তুতপক্ষে; ত্বচম্ অপি—ত্বক পর্যন্ত;
বজ্রঃ—বজ্র; উর্জিতঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী; বিভেদ—ভেদ করতে; যঃ—যে অস্ত্র;
সুর-পতিনা—দেবরাজের দ্বারা; ওজসা—প্রবল বেগে; ঈরিতঃ—নিষ্কিপ্ত; তৎ—
অতএব; অদ্ভুতম্ পরম্—পরম আশ্চর্যজনক; অতি-বীর্য-বৃত্র-ভিৎ—তা এতই
শক্তিশালী ছিল যে, মহা বলবান বৃত্রাসুরের শরীরও ভেদ করেছিল; তিরস্কৃতঃ—
কিন্তু এখন তা ব্যর্থ হল; নমুচি-শিরোধর-ত্বচা—নমুচির গলদেশের ত্বকের দ্বারা।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র যদিও মহাবেগে সেই বজ্র নমুচির প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন, তবুও
তার ত্বক পর্যন্ত তা ভেদ করতে পারেনি। যে বজ্র বৃত্রাসুরের দেহও ভেদ
করেছিল, তা যে নমুচির গলার ত্বক পর্যন্ত ভেদ করতে পারল না, তা অত্যন্ত
আশ্চর্যের বিষয়।

শ্লোক ৩৩

তস্মাদিন্দ্রোহবিভেচ্ছত্রোর্বজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ ।

কিমিদং দৈবযোগেন ভূতং লোকবিমোহনম্ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; ইন্দ্রঃ—দেবরাজ ইন্দ্র; অবিভেৎ—অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন;
শত্রোঃ—শত্রু (নমুচি) থেকে; বজ্রঃ—বজ্র; প্রতিহতঃ—প্রতিহত হয়ে ফিরে
এসেছিল; যতঃ—যেহেতু; কিম্ ইদম্—এটি কি; দৈব-যোগেন—দৈব শক্তির দ্বারা;
ভূতম্—এটি ঘটেছে; লোক-বিমোহনম্—সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত
আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

ইন্দ্র তাঁর বজ্রকে শত্রুর দ্বারা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে দেখে অত্যন্ত ভীত
হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যাব্বিত হয়ে ভাবতে লাগলেন তা কোনও দৈব
শক্তির প্রভাবে ঘটেছিল কি না।

তাৎপর্য

ইন্দ্রের বজ্র অব্যর্থ, এবং তাই ইন্দ্র যখন দেখলেন তা নমুচিকে আঘাত না করে
ফিরে এসেছে, তখন তিনি অবশ্যই অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

যেন মে পূর্বমদ্রীণাং পক্ষচ্ছেদঃ প্রজাত্যয়ে ।

কৃতো নিবিশতাং ভারৈঃ পতন্তৈঃ পততাং ভুবি ॥ ৩৪ ॥

যেন—এই বজ্রের দ্বারা; মে—আমার দ্বারা; পূর্বম্—পূর্বে; অদ্রীণাম্—পর্বতের; পক্ষচ্ছেদঃ—পক্ষচ্ছেদন; প্রজা-অত্যয়ে—প্রজাদের বিনাশ সাধনে; কৃতঃ—হয়েছিল; নিবিশতাম্—সেই সমস্ত পর্বতের যেগুলি প্রবেশ করেছিল; ভারৈঃ—মহা ভারের দ্বারা; পতন্তৈঃ—পক্ষের দ্বারা; পততাম্—পতিত হয়ে; ভুবি—পৃথিবীতে।

অনুবাদ

ইন্দ্র ভাবলেন—পূর্বে, অনেক পর্বত যখন তাদের পাখার সাহায্যে আকাশে উড়ত এবং ভূতলে প্রবিষ্ট হয়ে প্রজাদের বিনাশ সাধন করত, তখন আমি এই বজ্রের দ্বারা তাদের পক্ষচ্ছেদন করেছিলাম।

শ্লোক ৩৫

তপঃসারময়ং ত্বাষ্ট্রং বৃত্রো যেন বিপাটিতঃ ।

অন্যে চাপি বলোপেতাঃ সর্বাশ্ত্রেয়ক্ষতত্বচঃ ॥ ৩৫ ॥

তপঃ—তপস্যা; সারময়ম্—অত্যন্ত শক্তিশালী; ত্বাষ্ট্রম্—ত্বষ্টার দ্বারা অনুষ্ঠিত; বৃত্রঃ—বৃত্রাসুর; যেন—যার দ্বারা; বিপাটিতঃ—নিহত হয়েছিল; অন্যে—অন্যেরা; চ—ও; অপি—বস্তুতপক্ষে; বল-উপেতাঃ—অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি; সর্ব—সর্বপ্রকার; অশ্ত্রেঃ—অস্ত্রের দ্বারা; অক্ষত—অক্ষত; ত্বচঃ—ত্বক।

অনুবাদ

বৃত্রাসুর ছিলেন ত্বষ্টার তপস্যার সারস্বরূপ, তবুও এই বজ্র তাঁকে সংহার করেছিল। বস্তুতপক্ষে, কেবল তিনিই নন, অন্য বহু বীর যাদের ত্বক পর্যন্ত অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা আহত হত না, তাঁরা সকলেই এই বজ্রের দ্বারা নিহত হয়েছেন।

শ্লোক ৩৬

সোহয়ং প্রতিহতো বজ্রো ময়া মুক্তোহসুরেহল্লকে ।

নাহং তদাদদে দণ্ডং ব্রহ্মতেজোহপ্যকারণম্ ॥ ৩৬ ॥

সঃ অয়ম্—অতএব, এই বজ্র; প্রতিহতঃ—ব্যাহত; বজ্রঃ—বজ্র; ময়া—আমার দ্বারা; মুক্তঃ—নিষ্কিপ্ত; অসুরে—সেই অসুরের প্রতি; অল্পকে—তুচ্ছ; ন—না; অহম্—আমি; তৎ—তা; আদদে—গ্রহণ করব; দণ্ডম্—এখন এটি একটি দণ্ডের মতো; ব্রহ্ম-তেজঃ—ব্রহ্মাস্ত্রের মতো শক্তিশালী; অপি—যদিও; অকারণম্—অকিঞ্চিৎকর।

অনুবাদ

কিন্তু এখন, সেই বজ্র এক তুচ্ছ অসুরের প্রতি নিষ্কিপ্ত হয়ে প্রতিহত হল। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্রের মতো হলেও তা এখন একটি সাধারণ দণ্ডের মতো অকিঞ্চিৎকর হয়েছে। তাই আমি আর এই বজ্র গ্রহণ করব না।

শ্লোক ৩৭

ইতি শত্রুং বিষীদন্তমাহ বাগশরীরিণী ।

নায়ং শুষ্কৈরথো নাদ্রৈর্বধমহতি দানবঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি—এইভাবে; শত্রুং—ইন্দ্রকে; বিষীদন্তম্—বিষাদগ্রস্ত; আহ—বলেছিল; বাক্—বাণী; অশরীরিণী—দেহরহিত অথবা আকাশ থেকে; ন—না; অয়ম্—এই; শুষ্কৈঃ—শুষ্ক কোন কিছুর দ্বারা; অথো—ও; ন—না; আদ্রৈঃ—আর্দ্র কোন কিছুর দ্বারা; বধম্—বধ; অহতি—উপযুক্ত; দানবঃ—এই দানব (নমুচি)।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ইন্দ্র যখন এইভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে শোক করছিলেন, তখন একটি দৈববাণী হয়েছিল, “এই অসুর নমুচি কোন শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তুর দ্বারা নিহত হবে না।”

শ্লোক ৩৮

ময়াস্মৈ যদ্বরো দত্তো মৃত্যুর্নৈবার্দ্ৰশুষ্কয়োঃ ।

অতোহন্যশ্চিন্তনীয়স্তে উপায়ো মঘবন্ রিপোঃ ॥ ৩৮ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; অস্মৈ—তাকে; যৎ—যেহেতু; বরঃ—বর; দত্তঃ—দেওয়া হয়েছে; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; ন—না; এব—বস্তুতপক্ষে; আর্দ্ৰ—আর্দ্র; শুষ্কয়োঃ—অথবা শুষ্ক বস্তুর দ্বারা; অতঃ—অতএব; অন্যঃ—অন্য কিছু; চিন্তনীয়ঃ—চিন্তা করতে হবে; তে—তোমার দ্বারা; উপায়ঃ—উপায়; মঘবন্—হে ইন্দ্র; রিপোঃ—তোমার শত্রুর।

অনুবাদ

সেই কণ্ঠস্বর বলল, “হে ইন্দ্র, যেহেতু আমি এই অসুরকে বর দিয়েছি যে শুষ্ক অথবা আর্দ্র কোন অস্ত্রের দ্বারা তার মৃত্যু হবে না, তাই তাকে হত্যা করার জন্য তোমাকে অন্য কোন উপায় চিন্তা করতে হবে।”

শ্লোক ৩৯

তাং দৈবীং গিরমাকর্ষ্য মঘবান্ সুসমাহিতঃ ।

ধ্যায়ন্ ফেনমথাপশ্যদুপায়মুভয়াত্মকম্ ॥ ৩৯ ॥

তাম্—সেই; দৈবীম্—দৈব; গিরম্—বাণী; আকর্ষ্য—শ্রবণ করে; মঘবান্—ইন্দ্র; সু-সমাহিতঃ—সমাহিত চিন্তে; ধ্যায়ন্—ধ্যান করে; ফেনম্—ফেনার আবির্ভাব; অথ—তারপর; অপশ্যৎ—দর্শন করেছিলেন; উপায়ম্—উপায়; উভয়-আত্মকম্—যুগপৎ শুষ্ক এবং আর্দ্র।

অনুবাদ

সেই দৈববাণী শুনে, কিভাবে সেই অসুরকে বধ করা যায় সেই কথা ইন্দ্র সমাহিত চিন্তে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন তিনি দেখলেন যে ফেনা হচ্ছে তার উপায়, কারণ তা শুষ্কও নয় এবং আর্দ্রও নয়।

শ্লোক ৪০

ন শুষ্কেণ ন চার্দ্ৰেণ জহার নমুচেঃ শিরঃ ।

তং তুষ্ট্বুমুনিগণা মাল্যৈশ্চাবাকিরন্ বিভুম্ ॥ ৪০ ॥

ন—না; শুষ্কেণ—শুষ্ক; ন—না; চ—ও; আর্দ্ৰেণ—আর্দ্র অস্ত্রের দ্বারা; জহার—ছেদন করেছিলেন; নমুচেঃ—নমুচির; শিরঃ—মস্তক; তম্—তাকে (ইন্দ্রকে); তুষ্ট্বুঃ—প্রসন্ন হয়েছিলেন; মুনি-গণাঃ—ঋষিগণ; মাল্যৈঃ—মালার দ্বারা; চ—ও; অবাকিরন্—আচ্ছাদিত করেছিলেন; বিভুম্—সেই মহান ব্যক্তি।

অনুবাদ

এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্র শুষ্কও নয় এবং আর্দ্রও নয় এই প্রকার ফেনার অস্ত্রের দ্বারা নমুচির মস্তক ছেদন করেছিলেন। তখন সমস্ত ঋষিরা সেই মহাপুরুষ ইন্দ্রের

প্রতি প্রসন্ন হয়ে পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন এবং মালার দ্বারা তাঁকে আচ্ছাদিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রুতিমতে বলা হয়েছে, অপাং ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্রোহদারয়ৎ—শুদ্ধও নয় এবং আর্দ্রও নয় এই প্রকার ফেনার দ্বারা ইন্দ্র নমুটিকে বধ করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

গন্ধর্বমুখ্যৌ জগতুর্বিশ্বাবসুপরাবসু ।

দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নর্তক্যো ননৃতুর্মদা ॥ ৪১ ॥

গন্ধর্ব-মুখ্যৌ—গন্ধর্বদের দুই প্রধান; জগতুঃ—সুন্দর গান করতে শুরু করেছিলেন; বিশ্বাবসু—বিশ্বাবসু নামক; পরাবসু—পরাবসু নামক; দেব-দুন্দুভয়ঃ—দেবতাদের দুন্দুভি; নেদুঃ—বেজেছিল; নর্তক্যঃ—অঙ্গরাগণ; ননৃতুঃ—নৃত্য করেছিলেন; মদা—পরম আনন্দে।

অনুবাদ

বিশ্বাবসু এবং পরাবসু নামক দুই গন্ধর্ব-প্রধান পরম আনন্দে গান করতে লাগলেন, দেবদুন্দুভি বাজতে লাগল এবং অঙ্গরাগণ মহা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪২

অন্যোহপ্যেবং প্রতিদ্বন্দ্বান্ বায়ুগ্নিবরুণাদয়ঃ ।

সূদয়ামাসুরসুরান্ মৃগান্ কেশরিণো যথা ॥ ৪২ ॥

অন্যো—অন্যেরা; অপি—ও; এবম্—এইভাবে; প্রতিদ্বন্দ্বান্—প্রতিদ্বন্দ্বী, বায়ু—বায়ুদেবতা; অগ্নি—অগ্নিদেব; বরুণাদয়ঃ—বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাগণ; সূদয়াম্—আসুঃ—প্রবলভাবে সংহার করতে লাগলেন; অসুরান্—সমস্ত অসুরদের; মৃগান্—হরিণ; কেশরিণঃ—সিংহ; যথা—যেমন।

অনুবাদ

সিংহ যেভাবে মৃগসমূহকে বিনাশ করে, সেইভাবে বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা প্রতিপক্ষ অসুরদের বধ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৩

ব্রহ্মণা প্রেযিতো দেবান্ দেবর্ষিনারদো নৃপ ।

বারয়ামাস বিবুধান্ দৃষ্ট্বা দানবসংক্ষয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মণা—ব্রহ্মার দ্বারা; প্রেযিতঃ—প্রেয়িত; দেবান্—দেবতাদের; দেব-ঋষিঃ—
স্বর্গলোকের মহান ঋষি; নারদঃ—নারদ মুনি; নৃপ—হে রাজন্; বারয়াম্ আস—
নিষেধ করেছিলেন; বিবুধান্—সমস্ত দেবতাদের; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; দানব-
সংক্ষয়ম্—দানবদের সম্পূর্ণ বিনাশ।

অনুবাদ

হে রাজন্, ব্রহ্মা যখন দেখলেন যে দানবকুল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে চলেছে,
তখন তিনি দেবর্ষি নারদকে পাঠিয়েছিলেন। নারদ দেবতাদের দানব বিনাশ থেকে
নিবৃত্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

শ্রীনারদ উবাচ

ভবত্তিরমৃতং প্রাপ্তং নারায়ণভূজাশ্রয়েঃ ।

শ্রিয়া সমেধিতাঃ সর্ব উপারমত বিগ্রহাৎ ॥ ৪৪ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—নারদ মুনি দেবতাদের বলেছিলেন; ভবত্তিঃ—তোমরা সকলে;
অমৃতম্—অমৃত; প্রাপ্তম্—প্রাপ্ত হয়েছে; নারায়ণ—ভগবানের; ভূজাশ্রয়েঃ—বাহুর
দ্বারা রক্ষিত হয়ে; শ্রিয়া—সমস্ত সৌভাগ্যের দ্বারা; সমেধিতাঃ—সমৃদ্ধিশালী হয়েছে;
সর্বে—তোমরা সকলে; উপারমত—এখন নিবৃত্ত হও; বিগ্রহাৎ—এই যুদ্ধ থেকে।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—তোমরা দেবতারা নারায়ণের বাহুর দ্বারা সুরক্ষিত, এবং
তাঁর কৃপায় তোমরা অমৃত লাভ করেছ। লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় তোমরা সর্বতোভাবে
যশস্বী হয়েছ। অতএব এই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হও।

শ্লোক ৪৫

শ্রীশুক উবাচ

সংযম্য মন্যুসংরস্তং মানয়ন্তো মুনৈর্বচঃ ।

উপগীয়মানানুচরৈর্যযুঃ সর্বে ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; সংযম্য—সংবরণ করে; মন্যু—ক্রোধ; সংরম্ভম্—আবেশ; মানয়ন্তঃ—স্বীকার করে; মুনেঃ বচঃ—নারদ মুনির বাক্য; উপগীয়মান—প্রশংসিত হয়ে; অনুচরৈঃ—তাদের অনুগামীদের দ্বারা; যযুঃ—প্রত্যাভর্তন করেছিলেন; সর্বে—সমস্ত দেবতারা; ত্রিবিষ্টপম্—স্বর্গলোকে।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—শ্রীনারদ মুনির বাণী মেনে নিয়ে দেবতারা তাঁদের ক্রোধ সংবরণ করে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। তারপর তাঁদের অনুগামীদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে তাঁরা স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৬

যেহবশিষ্টা রণে তস্মিন্ নারদানুমতেন তে ।

বলিং বিপন্নমাদায় অস্তং গিরিমুপাগমন্ ॥ ৪৬ ॥

যে—যে কয়েকজন অসুর; অবশিষ্টাঃ—অবশিষ্ট ছিল; রণে—যুদ্ধে; তস্মিন্—সেই; নারদ-অনুমতেন—নারদ মুনির আদেশে; তে—তারা সকলে; বলিম্—বলি মহারাজকে; বিপন্নম্—বিপন্ন; আদায়—গ্রহণ করে; অস্তম্—অস্ত নামক; গিরিম্—পর্বতে; উপাগমন্—গিয়েছিল।

অনুবাদ

যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুরেরা অবশিষ্ট ছিল, তারা নারদ মুনির আদেশে মরণাপন্ন বলি মহারাজকে অস্তগিরি নামক পর্বতে নিয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৪৭

তত্রাবিনষ্টাবয়বান্ বিদ্যমানশিরোধরান্ ।

উশনা জীবয়ামাস সঞ্জীবন্যা স্ববিদ্যায়া ॥ ৪৭ ॥

তত্র—সেই পর্বতে; অবিনষ্ট-অবয়বান্—যে সমস্ত অসুরেরা নিহত হয়েছিল কিন্তু যাদের শরীর একেবারে বিনষ্ট হয়নি; বিদ্যমান-শিরোধরান্—যাদের মস্তক তাদের শরীরে ছিল; উশনাঃ—শুক্রাচার্য; জীবয়াম্ আস—পুনর্জীবিত করেছিলেন; সঞ্জীবন্যা—সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা; স্ব-বিদ্যায়া—তাঁর বিদ্যার দ্বারা।

অনুবাদ

যে সমস্ত দানব সৈন্যের মস্তক, দেহ এবং অঙ্গ একেবারে বিনষ্ট হয়নি, সেই পর্বতে শুক্রাচার্য তাদের সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা পুনর্জীবিত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৮

বলিশ্চোশনসা স্পৃষ্টঃ প্রত্যাগ্নেন্দ্রিয়স্মৃতিঃ ।

পরাজিতোহপি নাখিধ্যল্লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ ॥ ৪৮ ॥

বলিঃ—বলি মহারাজ; চ—ও; উশনসা—শুক্রাচার্যের দ্বারা; স্পৃষ্টঃ—স্পৃষ্ট হয়ে; প্রত্যাগ্ন—ফিরে পেয়েছিলেন; ইন্দ্রিয়-স্মৃতিঃ—ইন্দ্রিয় এবং স্মৃতির কার্যকলাপের উপলব্ধি; পরাজিতঃ—পরাজিত; অপি—সদ্ব্বেও; ন অখিধ্যৎ—তিনি শোক করেননি; লোক-তত্ত্ব-বিচক্ষণঃ—কারণ তিনি জগতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচক্ষণ ছিলেন।

অনুবাদ

বলি মহারাজ জগতের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি যখন শুক্রাচার্যের কৃপায় তাঁর ইন্দ্রিয় এবং স্মৃতি ফিরে পেয়েছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কি হয়েছিল। তাই যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিষাদগ্রস্ত হননি।

তাৎপর্য

বলি মহারাজকে যে এখানে অত্যন্ত বিচক্ষণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিষাদগ্রস্ত হননি, কারণ তিনি জানতেন যে, ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোন কিছুই হতে পারে না। যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবদ্ভক্ত, তাই তিনি বিষাদগ্রস্ত না হয়ে তাঁর এই পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন। ভগবদ্গীতায় (২/৪৭) ভগবান বলেছেন—কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। সকলেরই উচিত জয় পরাজয়ের কথা না ভেবে, তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করা। শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করাই মানুষের ধর্ম। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপমা। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করাই হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের ভক্তি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ‘দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যকুল সংহার’ নামক একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।